ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ১ সংখ্যা ।। ২০ ভাদ্র ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

রামমন্দির – প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবে সঙ্ঘ : শ্রীভাগবত

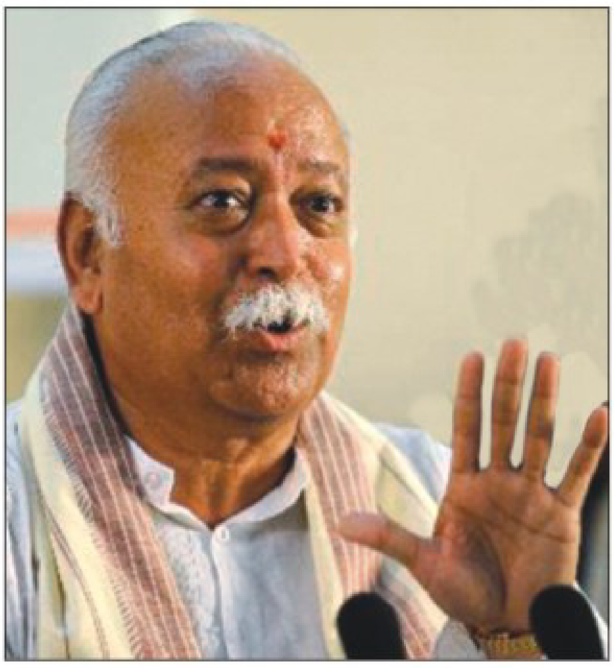

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'আমরা একটি সুন্দর সুরম্য শ্রীরামমন্দির নির্মাণের চেষ্টা করছি এবং প্রয়োজনে সেজন্য আরও একবার লড়াই করতে পিছপা হবো না।' রামজন্মভূমিতে সুরম্য মন্দির নির্মাণ শুধু ভারতের পক্ষে কল্যাণকর নয়, বিশ্বকল্যাণকে তা সুনিশ্চিত করবে। সকলের শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হবে। নাগপুরে হনুমত শক্তি জাগরণ সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। তাঁর ওই বক্তব্যকে সমবেত জনতা তুমুল করতালি ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে স্বাগত জানান। গত ১৬ আগস্ট ওই অনুষ্ঠানে শ্রীভাগবত আরও বলেন, শ্রীরামজন্মস্থানে এখন একটি অস্থায়ী ছোট্ট মন্দির বর্তমান। কিন্তু আমরা চাই একটি অনুপম শ্রীরামমন্দির। এই মন্দির দেশ-বিদেশের কোটি কোটি হিন্দুর আস্থা, শ্রদ্ধা বিশ্বাসের কেন্দ্র। যে দেশের আপ্তবাক্যই 'সত্যমেব জয়তে'— সে এদেশে একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজকে আন্দোলনে নামতে হয়। এটা লজ্জাজনক। মানুষের আদালত এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কেননা, শ্রীরামজন্মভূমি সারা পৃথিবীর কোটি কোটি হিন্দুর আস্থা-বিশ্বাসের কেন্দ্র। আমরা সুদীর্ঘকাল আদালতের আদেশের জন্য অপেক্ষা করেছি। তাতে কোনও লাভ হয়নি। এসময়ে আদালতের কাছে সবরকমের সাক্ষ্যপ্রমাণ জমা দেওয়া হয়েছে। আমরা এখন রায়ের জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২১ জনের বিশিষ্ট সন্তমণ্ডলী গত এপ্রিল মাসে হরিদ্বার কুম্ভে নতুন করে শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলনকে সঞ্চালিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। গত ১৬ আগস্ট সারা দেশে হনুমত শক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান (হনুমান চালিশা পাঠ ও প্রবচন) মন্দিরে মন্দিরে শুরু হয়েছে।

শ্রীভাগবত সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, শ্রীরাম আমাদের 'জাতীয় মহানায়ক'—রাষ্ট্রপুরুষ। বর্তমান ভারতের সংবিধান নির্মাতারা সংবিধানের মূল সংস্করণে শ্রীরামের শ্রীলঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের চিত্র সংযুক্ত করেছেন। এভাবেই তাঁরা শ্রীরামচরিত্রকে সম্মান স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে, ব্যক্তিজীবনেও যাবতীয় মূল্যবোধ ও সদগুণের সমাবেশ ঘটেছে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে। শ্রীরামের মধ্যে সেই ধর্মের অধিষ্ঠান যা সমাজকে ধরে রাখে, সমন্বিত হয়েছে মানবতার মূল্যবোধ এবং ভ্রাতৃত্বের অনুপম অভিব্যক্তি। রামচন্দ্র এভাবেই জীবনযাপন করেছেন। চেয়েছেন অন্যেরাও তা অনুসরণ করুক।

প্রস্তাবিত রামমন্দির

শ্রীভাগবত উপস্থিত সকলকে ওই সদ্‌গুণাবলী অনুশীলন করতে আহ্বান জানান এবং বলেন, এক্ষেত্রে সকলের আদর্শ মহাবীর হনুমান।

হনুমান তাঁর সবকিছুই শ্রীরামচন্দ্রের কাজে সমর্পণ করেছিলেন। জীবনপুষ্পকে শ্রীরামপদে উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজের মধ্যে মহাবীর হনুমানের সেই শক্তির জাগরণ করতে হবে। জাগ্রত সমাজই অযোধ্যায় সুদৃশ্য শ্রীরামমন্দির তৈরি করতে পারে। মানবসমাজের কল্যাণ করতে পারে। এই জাগ্রত সমাজশক্তিই পারে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণ করতে, কোনও রাজনৈতিক দল বা স্বেচ্ছাসেবী সমিতি (এসোসিয়েশন) একাজ করতে পারে না। প্রত্যেক হিন্দুকে শিক্ষা-দীক্ষা, ক্ষমতা, মেধা সমর্পণ করতে হবে। জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই অযোধ্যায় সুরম্য শ্রীরামমন্দির নির্মাণ সম্ভব হবে বলে শ্রীভাগবত মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, বীর হনুমানের শক্তি শ্রীরামের কাজে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছিল। আমাদেরও আজ সেই শক্তি প্রয়োজন। হনুমত শক্তি জাগরণ অভিযানে সেই শক্তি জাগ্রত হবে। তিনি সমবেত সবাইকে রোজ হনুমান চালিশা পাঠের জন্য অনুরোধ জানান।

৬৩ বছরে স্বস্তিকার শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক, এজেন্ট, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। – স্বস্তিকা পরিবার

বিমান-হানা রুখতে ক্ষেপণাস্ত্র বসাচ্ছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতের বড় বড় শহরগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে কেন্দ্র সরকার জয়েন্ট কম্যাণ্ড অ্যানালিসিস সেন্টার (জে সি এ সি) গড়তে চলেছে। সারা দেশের বড় বড় শহরগুলির বিমানবন্দরের কাছাকাছি এই সব কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হবে। সেইসঙ্গে আক্রমণকারী বিমানকে প্রতিহত করার জন্য ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র (এস এ এম) নিক্ষেপেরও ব্যবস্থা থাকবে। ৯।১১-এর মতো আক্রমণ রুখতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। এখন শুধু দিল্লীতেই ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টের কাছে জে সি এ সি রয়েছে। তবে সেখানেও ভূমি থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মতো ব্যবস্থা নেই। এক উচ্চপদস্থ সরকারি সূত্র থেকে একথা জানা গিয়েছে।

প্রাপ্ত সূত্র মোতাবেক আগামী ৭ সেপ্টেম্বর এক উচ্চস্তরীয় সেক্রেটারি কমিটি জে সি এ সি গড়ে তোলা এবং সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত করা নিয়ে বৈঠকে বসছে। এই বিষয়ে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রস্তাব নিয়েও সেখানে আলোচনা হবে। দিল্লীর আকাশে এখন কোনও বেসরকারি বিমানকে যদি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়, তখন জে সি এ সি-কে যে কোনও ভাবে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মোকাবিলা করতে হোত। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র যুক্ত করার প্রস্তাবটির ফলে পুরো বিষয়টিই এখন একটা নতুন মাত্রা পেতে চলেছে। অর্থাৎ যদি কোনও বেসরকারি বিমানকে সন্ত্রাসবাদী হানাদার হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তবে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে তাকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। অবশ্য বিমান অপহরণের বিরুদ্ধে ২০০৫ সালেই এমন একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল অর্থাৎ গুলি করে বিমানটিকে নামানোর কথা ছিল।

দিল্লীতে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বিশেষ এলাকাকে যেমন, সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, নর্থ ও সাউথ ব্লক-এর আকাশকে 'নন ফ্লাইং জোন' বলে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু মুম্বই-এ তাজ হোটেলের ঘটনার পর কেন্দ্র সরকার এ নিয়ে নড়ে চড়ে বসতে চাইছে। কেননা গোয়েন্দা সূত্রে তখন খবর ছিল সন্ত্রাসবাদীরা ৯।১১-এর মতো আক্রমণ মুম্বই-তে করতে পারে। তবে যাত্রী পরিবহণকারী কোনও বিমানকে সন্ত্রাসবাদীরা ব্যবহার করলে তার মোকাবিলাতে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা হবে বলে প্রাপ্ত সূত্রটি জানিয়েছে।

মরীয়া সিপিএম হার্মাদদের দিয়েই ক্ষমতা দখলে রাখতে চায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্য-রাজনীতিতে ক্রমশ কোণঠাসা সিপিএম এখন হার্মাদ-বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ২০১১-এর নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। এজন্য তারা চক্ষু-লজ্জার মাথা খেয়ে হার্মাদদের দিয়ে এলাকা দখল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সবথেকে আশ্চর্যের কথা, রাজ্যের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত পুলিশপ্রধান ভূপিন্দর সিং যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছেন, শাসকদলের কোনও হার্মাদবাহিনী বা হার্মাদদের শিবির নেই, তখন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ মন্ত্রী (অঘোষিত বিশাল হার্মাদ বাহিনীর প্রধান পরিচালক বলে পরিচিত) সুশান্ত ঘোষ প্রকাশ্য জনসভা করে বলছেন, তারা মাসল-পাওয়ার দিয়েই এলাকা দখল করবেন। এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন কেন্দ্রকে তাঁর পাঠানো রিপোর্টে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন— মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে যৌথবাহিনী

(এরপর ৪ পাতায়)

'৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গা

অভিযুক্তদের পালাতে সাহায্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সি বি আই-কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে মিথ্যা নয় তা আরও একবার সামনে এসে গেল। শিখবিরোধী দাঙ্গার পর প্রায় ২৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে। এতদিনে সি বি আই স্বীকার করে নিল যে 'জাল তদন্ত' এবং সজ্জন কুমারসহ অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃত্বকে অভিযুক্ত করার 'নাটক' করে আসলে তাদের পালাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট পুলিশ। গত ২৭ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে সিবিআই ১৯৮৪ সালে শিখ বিরোধী দাঙ্গা প্রসঙ্গে জানায়, ''একটা সত্যের থেকে কিছুতেই চোখ ফেরানো যাচ্ছে না যে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য ২৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাত্র একটি এফ আই আর-ই দায়ের করা হয়েছিল। জাল তদন্ত (শাম ইনভেস্টিগেশান) এবং দোষীদের অভিযুক্ত আখ্যা দেবার নাটক (ফার্স প্রসিকিউশান) করে পুলিশ বিচার-ব্যবস্থাকে বিপথে চালিত করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ ভুক্তভোগীরা (পড়ুন শিখ-সম্প্রদায়ের মানুষ) আরও অত্যাচারিত হন।'' প্রসঙ্গত, ওই দাঙ্গার দুই ভুক্তভোগীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম অভিযুক্ত সজ্জন কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআই যে চার্জশিট এনেছিল আদালতে তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানান সজ্জন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে হলফনামা দাখিল করে ওই মন্তব্য করা হয় সিবিআই-এর তরফ থেকে। অ্যাপেক্স কোর্ট

(এরপর ৪ পাতায়)

সি বি আই-এর নজিরবিহীন হলফনামা

সজ্জন কুমার

বংশীলাল সোনীর স্মরণসভা

‘তুম হঁসে, জগ রোয়ে’

বাসুদেব পাল।। স্থান কেশব ভবন। ২৬ আগস্ট, রাত্রি ৭টা। প্রবীণ প্রচারক সর্বজন শ্রদ্ধেয় সদ্যপ্রয়াত বংশীলাল সোনীর স্মরণসভা। হলঘর পরিপূর্ণ— এসেছেন স্বয়ংসেবক, সঙ্ঘের কার্যকর্তা এবং বংশীদার পরিচিতজন ও সহোদরবৃন্দ। কলকাতা মহানগর সহ-সঙ্ঘচালক সুশীল রায় প্রয়াত বংশীদার বিবরণ দিলেন সন্ত কবীরের কথায়—

জগতে যখন এলে, তখন,
জগ হঁসে তুম রোয়ে

আর যাওয়ার সময়—

তুম হঁসে জগ রোয়ে।

এটাই প্রত্যক্ষ করা গেল সভার শেষের দিকে, যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক এবং বর্তমানে এবং ইস্পাতদৃঢ় মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শ্রীগোস্বামী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শেষ কথা বললেন— আমরা আপনাকে ভুলছি না।

সহোদর অনুজ সঞ্জয় সোনী ’৪৮ সালের ঘটনার কথা বললেন। প্রথম নিষেধাজ্ঞার সময়ে বিকেলে হিম্মতের সঙ্গে শাখা চালু করে দিয়েছেন। পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। কোর্টে নিজের সওয়াল নিজেই ইংরেজীতে করলেন— মাঠে খেলাধুলার উপর কি নিষেধাজ্ঞা আছে? জজসাহেব পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন। পুলিশ জবাব দিল— না। ব্যাস্। বংশীদা বেকসুর খালাস।

বংশীদার ‘সিক্সথ্ সেন্সে’র কথা বললেন কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার সময়ে বংশীদার সাহচর্যে ছিলেন। অলক্ষ্যে বংশীদা কতজনের কত অভাব পূরণ করেছেন। শোনামাত্র বংশীদা ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্যকে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা-র জীবনী ছাপার জন্য হাজার দশেক টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

এদিন প্রথম স্মৃতিচারণ করেন সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশীদাকে সেই ১৯৫০ থেকে দেখছেন। তাঁর কথায় ভারতমাতার সুসন্তান, মেধাবী, জীবনে প্রতিষ্ঠার কথা হেলায় বিসর্জন দিয়ে সি এ-র শেষ পরীক্ষা না দিয়েই ১৯৫০-এ অগ্রজ তথা প্রচারক অনন্তদার প্রেরণায় প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল—আরও একবছর থেকে জীবনব্যাপী কাজের সাফল্য দেখে যাওয়ার। তা হয়নি। তবে তিনি

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সুনীলপদ গোস্বামী। বসে সুশীল রায়, মোতিলাল সোনী, সত্যনারায়ণ মজুমদার, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ মোতলোগ ও যুগলকিশোর জৈথলিয়া।

কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী স্মৃতিচারণ করছিলেন। শেষ মুহূর্তে এসে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। মালদা বিভাগ প্রচারক হিসেবে বংশীদাকে ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছেন। বললেন, “আমার বাবা ওকালতি করতেন। স্বয়ংসেবক ছিলেন না। কিন্তু তিনিও আমাদের বলেছেন, বংশী তোমাদের বড়দা, এটা মনে রাখবে।” অনুজ সঞ্জয় বংশীদার কথা উল্লেখ করে বললেন, বংশীদাকে শেষের দশবছর যাঁরা দেখেছেন তারা বংশীদাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না। মালদা শহরে গভীর রাত্রে মহানন্দার বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে। মালদার জেলাশাসক ফোন করলেন সঙ্ঘের কার্যালয়ে বংশীদাকে। বংশীদা স্বয়ংসেবকদের নিয়ে রাত্রি জেগে আক্ষরিক অর্থে কায়িক পরিশ্রম করে বালির বস্তা দিয়ে মালদাবাসীদের রক্ষা করলেন। তখনকার জেলাশাসক স্বয়ম্ভু দে বংশীদা এবং সঙ্ঘকে এজন্য অভিনন্দন জানান। শ্রীগোস্বামী টুকরো টুকরো অনেক ঘটনার কথাই উল্লেখ করলেন। যেমন, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে, মালদা থেকে সাধারণ মানুষ পালাতে শুরু করেছে। সরকার পালাতে বলছে— মাইকে ঘোষণা করে। আর বংশীদাও মাইক হাতে বেরিয়েছেন। কিন্তু বলছেন অন্য কথা— রুখে দাঁড়ানোর কথা। বলছেন—কেউ যাবেন না। আপনাদের জন্য সেনারা সীমান্তে লড়াই করছেন। তাঁদের মনোবল নষ্ট হবে। কেউ শহর গ্রাম ছাড়বেন না। আমরা আছি। অন্য একটি ঘটনা—মালদা কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছে কমিউনিস্টরা। বংশীদা তখন মালদায় ছিলেন না। রাতে ফিরে শুনেছেন। স্বয়ংসেবকদের নিয়ে মিছিল বের করলেন। হুঙ্কার দিলেন—আক্রমণকারীরা কি চান? লড়াই না শান্তি? তারপরেই হতোদ্যম হয়ে কমিউনিস্টরা বলে গেল, তারা শান্তিই চায়, লড়াই নয়। বংশীদা সফল সংগঠক, কুশলী সত্যাগ্রহ চলছে। সবাই ভূমিগত অর্থাৎ গোপনে থেকে কাজ করছেন। একটা বৈঠক চলাকালীন হঠাৎ বংশীদা বললেন, এক মিনিটের মধ্যে সরে পড়। পুলিশ আসবে। সবাই চলে গেল। পুলিশ কিন্তু এসেছিল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি করে বুঝলেন যে পুলিশ আসবে? বংশীদার উত্তর— সকলেরই কপালে কালীমন্দিরে নেওয়া লাল টিপ ছিল।

স্মৃতিচারণ করেন মালদা থেকে আগত প্রবীণ স্বয়ংসেবক কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী রেখা হেমব্রম্। রেখাদির কথায়—১৯৬৮ তে বিয়ের পর থেকে ওনার সঙ্গে পরিচয় স্বামীর মাধ্যমে। উনি জনজাতিদের খুবই ভালোবাসতেন। আজীবন সুপথে চালিত করার প্রয়াস করেছেন। তার ফলে ৪০ হাজারের বেশী বনবাসী জনজাতি খৃস্টান ধর্মমত বিসর্জন দিয়ে আবারও হিন্দু হয়েছে। চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না বংশীদার প্রেরণায় হিন্দুত্বের কাজে সমর্পিতপ্রাণা রেখাদি।

কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বালক বয়স থেকে বংশীদাকে দেখেছেন। সাহচর্য ও অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছেন। তাঁর কথায় বংশীদা-র সাফল্যের মূলে সুনিপুণ যোজনা এবং স্বয়ংসেবকদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। তিনি চাইতেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্তরা সঙ্ঘের কাজে যুক্ত হোন। স্বয়ংসেবকরাও শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করুক। কেননা, শিক্ষকদের অবসর অর্থাৎ ছুটি বেশি। সময় দিতে পারবেন। ঢাকায় ও মালদায় প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রমথ প্রসন্ন সেনগুপ্ত। তাঁকেও বংশীদা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বংশীদা-র মূল্যায়ন করা ধৃষ্টতা হবে। বংশীদা যে সকলের অগোচরে কতজনকে কতরকম সাহায্য করেছেন তা কেউ জানেন না। বস্তুত বংশীদাকে জানার জন্য আর একজন বংশীদার প্রয়োজন।

ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রদীপ চক্রবর্তী জানালেন, কিভাবে সকলের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে আমাদের মাঝে আবার ফিরে আসবেন।

সবার শেষে স্মৃতিচারণ করেন সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। তিনি বলেন, কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করার, অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব উত্তরসূরীদের। আজ সেই সংকল্প সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সহ-সভাপতি যুগলকিশোর জৈথেলিয়া বংশীদার রাজনৈতিক জীবনের সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরেন। বংশীদা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে কঠিন ক্ষেত্র বলে স্বীকৃত—অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী উৎকল প্রদেশেও দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন। বংশীদা-র দিদি— গঙ্গাদির রচিত কবিতা পাঠ করে শোনান সঞ্জয়দার স্ত্রী শ্রীমতী কিরণ সোনী।

শুরুতেই বংশীদার সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী বর্ণনা করেন দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। গীতা পাঠ করেন বিদ্যাভারতীর ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী। বংশীদার সহোদর মতিলাল সোনী, সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক বসন্তরাও ভট্ট, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক অমল কুমার বসু, প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল এবং সহ-প্রান্ত কার্যবাহ প্রদ্যুৎ মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। বংশীদার আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে প্রার্থনা করা হয়। শেষে সকলে বংশীদার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীমতী মহুয়া ধর ও মুক্তিপ্রদা সরকার পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

এই সময়

কেন্দ্রীয় বদান্যতায় চিকিৎসা সঙ্কট

অর্থলিপ্সু চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বার্থে এবার এগিয়ে এলো খোদ কেন্দ্রীয় সরকার! সম্প্রতি সরকারের তরফে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হেল্‌থ স্কীম (সি জি এইচ এস) নামে একটি প্রকল্প চালু করার কথা জানানো হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এ্যাপেলো, ফর্টিস, ম্যাক্স হেল্‌থ কেয়ারের মতো বহু সুবিধাযুক্ত বিলাসবহুল বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পাশাপাশি অন্যান্য হাসপাতালের সুবিধাযুক্ত উচ্চমানের পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যদিও তার জন্য মাসুল গুনবেন সাধারণ মানুষই। সেই হাসপাতালগুলোকে তালিকাভুক্ত হতে হবে সি জি এইচ এসের। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিকিৎসা খরচও নির্ধারিত করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এইসব হাসপাতালে পরিষেবা পেতে গেলে সাধারণ মানুষকে অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় একটু বেশি অর্থই ব্যয় করতে হবে বলেও জানিয়েছে সরকার। চিকিৎসা খরচের এই বৈষম্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন চিকিৎসকমহল। তাদের দাবি, সরকারের এই সিদ্ধান্ত রীতিমতো সঙ্কটে ফেলতে পারে সাধারণ মানুষকে।

উষ্ণায়ন থেকে নিষ্কৃতি

সম্প্রতি বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ‘শুষ্ক জল’ বা ‘ড্রাই ওয়াটার’ আবিষ্কৃত করেন বৃটিশ গবেষক মহল। তাদের মতে, অভিনব এই রাসায়নিক পদার্থটি জলসহ বিভিন্ন তরল ও রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি। একে ঢেকে রাখে সিলিকার নামে একটি রাসায়নিক পদার্থের খাঁচা। বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল উৎস বাতাসে কার্বন গ্যাসের উপস্থিতি। ড্রাই ওয়াটার নামক এই রাসায়নিক পদার্থটি খুব সহজে বাতাস থেকে শুষে নেবে কার্বন গ্যাসকে। ফলে নিয়ন্ত্রিত হবে বিশ্ব উষ্ণায়ন। এই নবনির্মিত রাসায়নিক পদার্থটি ‘নন রিয়েকটিভ’ এবং কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই যে স্থানান্তরিত করা সম্ভব একথাও জানান গবেষক মহল।

খাদ্যাখাদ্য

বিশ্বের দরবারে কারা সবচেয়ে বেশী ভোজনরসিক জানেন? চীনারা। হাস্যকর মনে হলেও এটাই সত্যি। কারণ অখাদ্যকে সুখাদ্য বানিয়ে আহার করতে একমাত্র তারাই পারে। এবার তাদের খাদ্য-তালিকায় সংযোজিত হলো মুরগির নখের অংশটি। সাধারণত এদেশীয় বাজারে মুরগির পা বা ‘লেগপিস’ কেনার সময় পায়ের নীচে নখের অংশটিকে বর্জিত বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চীনাদের অভিধানে ‘বর্জিত’ শব্দটাই অনুপস্থিত। ম্যাঙ্গালোরের একটা হ্যাচারির ম্যানেজিং অংশীদার লেস্টার ডি’সুজা জানান, প্রতি মাসে প্রায় ২৫ টন মুরগির নখের অংশ চীন, ভিয়েতনাম, হংকং ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে রপ্তানি করা হয়। ফেনিক্স টালুন্স নামে বিখ্যাত এই অংশটি চীনে একটি সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে বিক্রি হয়।

মানব মগজ নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার

এবার মানুষের মগজকেও নিয়ন্ত্রণ করবে কম্পিউটার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে সম্প্রতি এই তথ্যই জানিয়েছে ইন্টেল কর্পোরেশনে কর্মরত একদল বিজ্ঞানী। তাদের মতে, খুব শীঘ্রই মানুষের মনের যাবতীয় চিন্তাভাবনাই ধরা পড়বে কম্পিউটারের মেমরিতে। প্রবীণ গবেষক ভিন পমেরলিউ বলেন, “যন্ত্রটিকে কার্যকর করতে ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স স্ক্যানারের মতো দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। এই যন্ত্রপাতিগুলোর সাহায্যে খুব সহজেই মানুষের মগজের গতিবিধি ধরতে সক্ষম হবে কম্পিউটারটি।

মিশন ক্লিন গঙ্গা

উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবার ‘মিশন ক্লিন গঙ্গা’ প্রকল্প শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র। প্রায় ৩০৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পটিতে ৭০ শতাংশ খরচাই বহন করবে কেন্দ্র। ইদানিং গঙ্গা যে ভাবে দূষিত হয়ে যাচ্ছে, তাতে টনক নড়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের। প্রকল্পটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ন্যাশানাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটিকে প্রাথমিক স্তরে ১০ কোটি টাকা অনুমোদনও করা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে।

এলাহাবাদের জেলাশাসক সঞ্জয় প্রসাদ এ বিষয় জানান, প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪টি আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ প্লান্ট গড়া হবে নৈনি, নুমায়া, দাহি, পোনঘাট ও কোদরার মতো জায়গায়। ১৪৩টি শৌচাগার গড়া হবে বস্তির বাসিন্দাদের জন্য, এ ছাড়া দুটি পাম্পিং স্টেশনও গড়া হবে, প্রকল্পটির মাধ্যমে। ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই প্ল্যান্টগুলো গড়ার স্বার্থে। ভবিষ্যতে ধোবিঘাট মেরামতের পরিকল্পনাও সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিক

ভারতের প্রথম মহিলা চিত্র সাংবাদিক হোমাই ভইরাওয়াল্লাকে এবার দেওয়া হচ্ছে ন্যাশানাল ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, আগামী ১৯ আগস্ট এই পুরস্কার প্রদান করবেন ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট হামিদ আনসারি। ৯৭ বছরের এই বর্ষীয়া মহিলাকে চিত্র সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কার্যালয় ফটো ডিভিশনের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সম্মান দেওয়া হবে। সম্মানিত করা হবে চিত্রসাংবাদিক এস পলকেও। লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হবে কলকাতার বিশিষ্ট লেখক বেনু সেনকে। পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে দেড় লক্ষ টাকা, একটা শাল ও স্মারক।

ওয়াটারপ্রুফ টেন্ট

ভারতের খাদ্য সংগ্রহকে সুরক্ষার স্বার্থে সরকারকে ‘ওয়াটারপ্রুফ টেন্ট’ তৈরি করার নির্দেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট। দেশের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষয়কে ‘অপরাধমূলক’ কাজ বলে উল্লেখ করে মঙ্গলবার এ নির্দেশ দেন সুপ্রীম কোর্ট। বিচারপতি দালভির ভাণ্ডারি ও দীপক ভার্মাকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতিরা ওই রায়ে বলেছেন, ভারতের মতো দেশে যখন খাদ্য সঙ্কটের অভাবে শত শত মানুষ অনাহারে ভুগছে, তখন এইভাবে খাদ্যের অপচয় একটা গুরুতর অপরাধ। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও রক্ষার ব্যাপারে বর্তমান ব্যবস্থার পুনর্গঠনের রায়ও এদিন দেন সুপ্রীম কোর্ট।

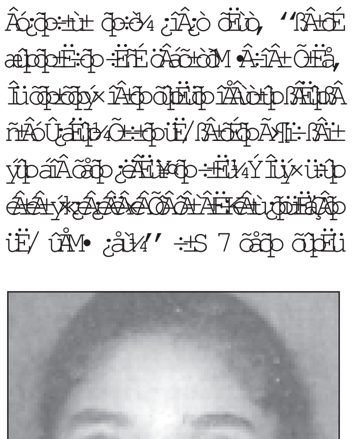

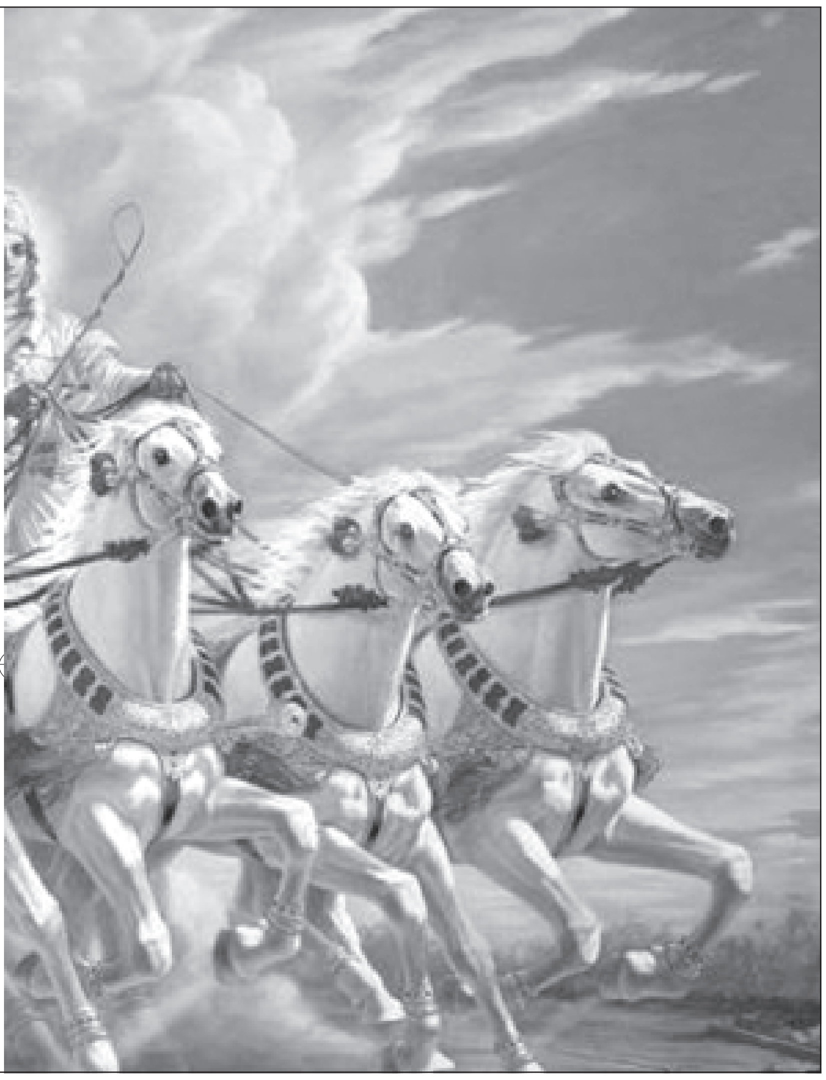

2005–2006 ... 2004–2006 ... 2006 ...

2005–2006 ... 2004–2006 ... 2006–2007 ...

2006 ...

(AG) ...

"True, India is not a winnable opposition but certainly it is a buyable product. Lets buy it..."

(SIMI) ... 2006 ...

2009 ... 15 ... 15 ... 2003 ... 5 ... 60 ...

17 ... 30 ... 2007 ... Islam–A concept of Political

World Invasion by Muslims ... R.V. Basin ... Islam-a concept of political World Invasion by Muslims ... 22 ...

16.1.10 ... 8'10 ... 29 ... 2005 ... 64 ... 35 ... 31 ... (Jany 17, 2010) (Hindu voice Feb '10) ... 2008 ... A Concept of Political World Invasion by Muslims ...

–36–24–36

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5

... "Pen is mightier than sword" ...

... 1998-99 ... 52.1 ..., 2007-08 ... 31.6 ... 2009-10 ... 36.7 ...

... 1991 ...

... 2007 ...

...	73
...	56
...	22

... 2006 ... 2030 ... 2.2 ... 12.7 ... 1.2 ... 2 ... 3.3 ... 10.7 ... 2005-06 ... 1998-99 ... 2005-06 ... 0.22 ... 0.34 ... 2009 ... 1991 ... 11 ... 60 ... 2003 ...

559

1				2	■	■	3
	■	■	■	4			
	■	■	5		■	■	
■	6	■	■	7		8	
9			10	■	■		■
	■	■	11		■	■	12
13				■	■	■	
	■	■	14				

শোক-সংবাদ

পরলোকে

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১লা আগস্ট রাতে সাধনোচিত ধামে গমন করলেন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রায় চার দশকের বন্ধু ও বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম আখাউড়ায়। ১৯৪৭ সালে তাঁর কলকাতায় আগমন এবং সাউথ সুবারবন (মেইন) স্কুলে ভর্তি হওয়া। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ কলেজ থেকে বি কম পাশ করেন। পাঁচ ভাই এবং সাত বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পিতামাতার ৬ষ্ঠ সন্তান। ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। পড়াশুনোয় অত্যন্ত আগ্রহী মনোজদার হোমিওপ্যাথী এবং এলোপ্যাথী চিকিৎসা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল এবং নিয়মিত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। প্রথাগতভাবে শিক্ষালাভ না করেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল। এনিয়ে নিয়মিত আলোচনাও হোত।

আমৃত্যু হিন্দুত্বের জন্য নিবেদিত মনোজদা স্বস্তিকা, পাঞ্চজন্য ইত্যাদি হিন্দুত্ব প্রচার ও প্রসারকারী পত্রিকার বিতরণে ক্লান্তি-হীন ছিলেন। বিজেপি-র প্রার্থী হিসেবে কলকাতা পৌর-সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এ অযোধ্যার করসেবায় অংশগ্রহণ করার সুবাদে তিনি আধুনিককালের এক ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

গত ১লা আগস্ট ২০১০ এই বিদ্যোৎসাহী, পরোপকারী, দয়ালু এবং প্রখর হিন্দুত্ববোধ সম্পন্ন মনোজদা ৭৭ বছর বয়সে কে বি এস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন পরলোক গমন করেন।

*   *   *

দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার জামালপুর শাখার স্বয়ংসেবক মৃগাঙ্কশেখর ঘোষের পিতৃদেব শ্যামাপদ ঘোষ গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেছেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

*   *   *

পশ্চিম কোচবিহার জেলার সিতাই মহকুমার, শিতলকুচি খণ্ডের মণ্ডল কার্যবাহ তথা সারদা শিশুতীর্থের আচার্য জগবন্ধু বর্মনের মাতা সুরবালা বর্মন গত ১৬ আগস্ট রাত্রে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ছেলে, এক কন্যা সহ ১০ নাতি-নাতনিকে রেখে গেছেন তিনি।

মাথাভাঙ্গায় গুরুদক্ষিণার সমারোপ ও অখণ্ড ভারত স্মরণ

পশ্চিম কোচবিহার জেলার গুরুদক্ষিণার সমারোপ ও অখণ্ড ভারত স্মরণের কার্যক্রম হয়ে গেল গত ১৫ আগস্ট। গুরুদক্ষিণা-র কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক সতীশচন্দ্র বর্মন, সহ-বিভাগ কার্যবাহ মনোরঞ্জন মণ্ডল, সিতাই-এর পশু চিকিৎসক ডাঃ তাপস বিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়াও নগর ডাকালীগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ কলেজ-ছাত্রদের উপস্থিতিতে অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেখলিগঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত এস এস বি অফিসার দুর্গাপ্রসন্ন গোস্বামী (রানা)।

মঙ্গলনিধি

ত্রিপুরার ঋষ্যমুখ নিবাসী স্বর্গীয় পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী যথাক্রমে 'মহেন্দ্রকুমার গণচৌধুরী (১৯০৪-১৯৮৬) ও 'স্নেহলতা গণচৌধুরীর পবিত্র স্মৃতিতে (১৯১২-১৯৯২) সেবাকাজে তাঁর পুত্র ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী (অধুনা নাগপুর নিবাসী) ৫০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে সমর্পণ করেছেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

এই নিয়ে টানা অষ্টমবার 'কৃতী বিদ্যার্থী সম্বর্ধনা' আয়োজন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখা। গত ২১শে আগস্ট মৌলালি যুব কেন্দ্রে কলকাতার বিভিন্ন নামী স্কুলের ১৮০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলি। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের সর্বভারতীয় কলকাতা শাখার সভাপতি অঞ্জন দেব বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলকাতা শাখার সম্পাদক লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তানিয়া দাস। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন সুদীপন নৃত্য সংস্থার ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে 'বন্দেমাতরম্' পরিবেশন করেন কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি পীতারুণ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখা এবার 'কৃতী বিদ্যার্থী সম্বর্ধনা' ছাড়াও শহরের চারটি প্রান্তে 'বিদ্যার্থী সম্বর্ধনা'র

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক।

সহসভাপতি তথা প্রাদেশিক সভাপতি রবিরঞ্জন সেন। উপস্থিত ছিলেন পরিষদের রাজ্য সম্পাদিকা পারুল প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন কে কে গাঙ্গুলি। তিনি তাঁর ভাষণে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রবিরঞ্জন সেন তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিদ্যার্থী পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। পারুল মণ্ডল বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা চেয়েছিলেন, একমাত্র বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বাধীন ছাত্র-ছাত্রীরাই পারে সেই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সকলকে সেই চেষ্টাই করতে হবে।' অনুষ্ঠানে অতিথিদের বরণ করে নেন পরিষদের আয়োজন করেছিল। সেই কর্মসূচী অনুসারে গত ১৪ আগস্ট মধ্য কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে বড়বাজার লাইব্রেরীতে 'বিদ্যার্থী সম্বর্ধনা' আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক বিষ্ণুদেব যাদব।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিষদের প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন, কলকাতা শাখার সম্পাদক লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নিকুঞ্জ বড়েলিয়া এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিপিন বর্মা।

জালাবেড়িয়ায় জলাভিষেক কার্যক্রম

সমাবেশ সমাচার

গত ৩০ শ্রাবণ (১৬ আগস্ট) সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার অন্তর্গত মানব সেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত জালাবেড়িয়া আশ্রমে শ্রীশ্রী মহাশিব পূজা ও জলাভিষেক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো। কৈখালী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ঘাট এবং দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মহাশ্মশান থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পবিত্র গঙ্গাজল এনে প্রায় ৬ হাজারের বেশি শিবভক্ত শিবের মাথায় জল ঢেলেছেন। এদের মধ্যে যুবক-যুবতীর সংখ্যা বেশি ছিল। এছাড়া এই সব ভক্তদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রায় এক হাজার ভক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাত্রীদের সেবায় বাতাসা-ছোলা এবং জল দান করেছেন। সমগ্র যাত্রাটি পরিচালনা করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কুলতলি খণ্ডের স্বয়ংসেবকবৃন্দ। জামতলা হাটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সদস্য শ্যামাপদ কয়াল এবং সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলার সেবা প্রমুখ জয়দেব নস্কর বাহকযানে যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। কুলতলি থানার প্রশাসন এবং জামতলা হাট ব্যবসায়ী এবং কৈখালি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। উৎসব কমিটির সভাপতি প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল ও আশ্রম ব্যবস্থাপক নির্মল সামন্ত ভক্তদের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন।

RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মসজিদ নয়

নিউইয়র্কে মসজিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত আমেরিকাবাসী।

নিজস্ব সংবাদদাতা।। গ্রাউন্ড জিরোতে মসজিদ বানানোর অনুমতি দেওয়াতে আমেরিকাবাসীরা নিজেদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর আল কায়দার আত্মঘাতী বিমানচালক জেহাদিরা জেট বিমানের ককপিট কব্জা করে আমেরিকার নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার) সোজা ধাক্কা মেরে ধ্বংস করেছিল। মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই সকল হতভাগ্য নিহত মানুষের আত্মীয়স্বজন এবং আগুন নেভানো ও উদ্ধারকাজে নিযুক্ত আর নিহত দমকল-কর্মীদের আত্মীয়রাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ওই স্থানে গিয়ে।

সম্প্রতি ভারত, রাশিয়া, ইজরায়েল, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আমেরিকাবাসীরা বা অভিবাসী আমেরিকানরা দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যায় একত্রিত হয়েছিলেন। হাতে ছিল নানা স্লোগানের প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন। বিক্ষোকারীরা পুলিশী ব্যারিকেড ভেঙ্গে দেন। রবার্ট স্পেনসার এবং পামেলা গেলারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে—'স্টপ ইসলামাইজেশন অফ্ অ্যামেরিকা' নামক সংগঠন। স্পেনসার ও গেলার বেশ কিছু বই লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য—যেখানে ইসলামী জেহাদিদের হাতে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন সেখানে ইসলামী পতাকা উড়বে— এটা মেনে নেওয়া যায় না। হিন্দু মানবাধিকারবাদী নারায়ণ কাটারিয়া, প্রসাদ ইয়ালমাঞ্চি প্রমুখেরা মিসিসিপি ও চিকাগো থেকে গিয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। হিউমান রাইটস্ কোয়ালিশন এগেনস্ট্ র‍্যাডিক্যাল ইসলাম-এর প্রতিষ্ঠাতা সর্দার ভূপিন্দর সিং ও তাঁর দলবল বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আমেরিকাবাসী হিন্দু, শিখ, সুদানী খৃস্টান ছাড়াও মিশর ও ইরাকের উদারমনা মুসলমানরাও ছিলেন। এই সময় এক গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রতি পাঁচজন আমেরিকানের মধ্যে একজন বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন (ওবামা) খৃস্টান নন, মুসলমান। অর্দ্ধেকের বেশি আমেরিকাবাসীই মসজিদের বিপক্ষে। ওবামাকে মুসলমান বলে মনে করা আমেরিকানদের সংখ্যাটা শতাংশের হিসেবে প্রতিদিনই বাড়ছে।

২৪ বছর বয়সী 'মিস্ আমেরিকা' রিমা ফাকিহ্ প্রথম মুসলমান মেয়ে যিনি ওই সম্মান পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে হলেও গ্রাউণ্ড জিরোতে মসজিদ-এর বিরোধী।'

পামেলা গেলার মনে করেন, নিউইয়র্কের মেয়র ব্লুমবার্গ মসজিদ বানাতে অনুমতি দেবেন না। প্রসঙ্গত, বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতির পিতা ছিলেন কেনিয়াবাসী মুসলমান। তাঁরও নাম বারাক হুসেন। ওবামার জন্মের পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানকে বিয়ে করেন। ওবামার মা ইন্দোনেশিয়া, বাবা কেনিয়ায় চলে যান।

ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও নতুন সাজে
স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা - ১৪১৭
বিস্ময়ের বাঙ্ময়

উপন্যাস
● নবকুমার বসু ● সুমিত্রা ঘোষ ● দীপঙ্কর দাস
● বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
● গোপালকৃষ্ণ রায় ● এষা দে ● জিষ্ণু বসু ● রমানাথ রায়
● শেখর বসু ● সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ● বাদল ঘোষ প্রমুখ

রম্য রচনা
● চণ্ডী লাহিড়ী

ছড়াকাহিনী
● পতিতপাবন গৌরসুন্দর ঃ শিবাশিস দত্ত

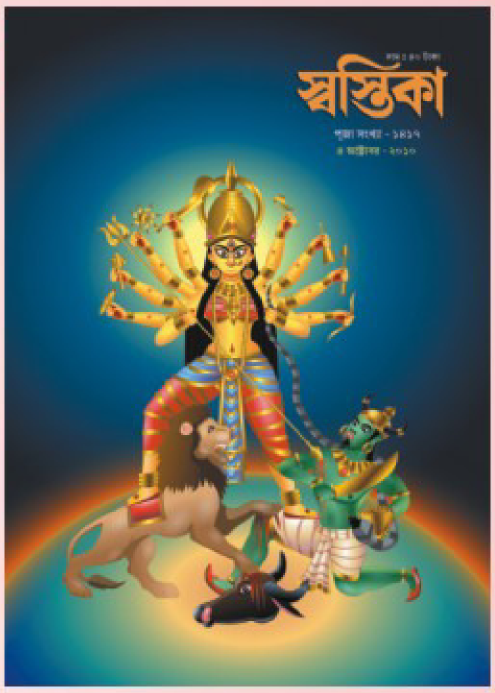

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে।
মূল্য ৪০ টাকা।
সত্বর কপি বুক করুন

প্রবন্ধ
মহাশক্তি মা দুর্গা ● স্বামী বেদানন্দ
হিন্দুত্ব ও ভারতীয় যুবসমাজ ● দত্তাত্রেয় হোসবালে
ভারতের পরমাণু প্রযুক্তির স্থপতি ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ● দেবীপ্রসাদ রায়
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রতিমূর্তি ঃ জীবনে ও মননে রমেশচন্দ্র দত্ত ● প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
অনার কিলিং ঃ মুসলিম দেশে দেশে ● রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
সেকুলারবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে হিন্দুত্ববাদী বলবে না তো! ● দীনেশ চন্দ্র সিংহ
আলোকোদ্ভাসিত তারাশঙ্কর - তাঁর কথাসাহিত্যে ভারত চেতনা ● অচিন্ত্য বিশ্বাস
হরপ্পীয় থেকে ব্রাহ্মী ঃ লিপির বিবর্তন ● সুমিত চক্রবর্তী
উষাকাল থেকে উনিশ শতক ঃ বাংলার ভ্রমণ কথা ● অরিন্দম মুখোপাধ্যায়
চিলেকোঠায় বঙ্গজীবন ও বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ● অর্ণব নাগ
গৌড়ীয় নৃত্য ● কাবেরী পুইতুণ্ডি কর
সাধনা ও সাধকের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ● অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলাম এর ...... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com